তারিখ ... 19 OCT 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ১ ...

যুগান্তর

প্রাথমিকে ভর্তি নিয়ে সীমাহীন জটিলতা

মুসতাক আহমদ

শিশুর ভর্তিতে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। সরকার বলছে, প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি করতে হবে পরীক্ষা ছাড়া, লটারিতে। অথচ বিভিন্ন স্কুলে প্রাক-প্রাথমিকেই শিক্ষার্থী ভর্তি করে রাখা হয়েছে। এসব শিক্ষার্থীকে সরকার বিনামূল্যে বইও দিচ্ছে। প্রাক-প্রাথমিকের শিক্ষার্থীরাই স্কুলগুলোতে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়। ফলে প্রথম শ্রেণীতে নতুন শিক্ষার্থী ভর্তি হতে পারে না। এ কারণে অনেক শিক্ষার্থী নিজের এলাকার স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অভিভাবকরা বলছেন, স্কুলগুলোতে কোন ক্লাস থেকে শিক্ষার্থী পড়ানো হবে, তার সুনির্দিষ্ট কোনো বিধান নেই। কোনো স্কুল 'প্লে' নামে একটি শ্রেণী খুলে রেখেছে। প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির বয়সের তিন বছর আগেই এই শ্রেণীর লেখাপড়া শুরু হয়। আবার কোথাও জুনিয়র ওয়ান বা প্রাক-প্রাথমিক বা ছোট ওয়ান নামে একটি শ্রেণী আছে। এই শ্রেণীতে লেখাপড়া শুরু করা হয় প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির এক বছর আগে। আবার অনেক স্কুলে প্রথম শ্রেণী থেকে লেখাপড়া শুরু হয়। শিশুর শিক্ষাজীবন শুরুর এ ভিন্নতার কারণে যারা শিশুকে প্রথম শ্রেণী থেকে পড়াতে চান, তারা সন্তান ভর্তি করতে গিয়ে দুর্ভোগ ও জটিলতায় পড়ছেন। এদিকে বিদ্যমান এ জটিলতার অবসান না ঘটিয়েই প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির ক্ষেত্রে নতুন করে 'এলাকা কোটা' প্রবর্তনের চিন্তাভাবনা চলছে। নিজের এলাকার স্কুলে শিশুর ভর্তির ব্যবস্থা নিতে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়। পরে

জটিলতা : পৃষ্ঠা ১৪ : কলাম ৪

জটিলতা : প্রাথমিকে ভর্তি নিয়ে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে সুপারিশ চেয়ে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরে (মাউশি) চিঠি দেয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে মাউশি প্রস্তাব দেয় এই কোটা প্রবর্তনের। প্রস্তাব অনুযায়ী, কোনো স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে যে আসন আছে, তার ৪০ শতাংশ পূরণ করতে হবে সংশ্লিষ্ট এলাকার শিশু দিয়ে। কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, অনেক স্কুলে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তির আসনই নেই। সেখানে কী হবে?

আগামী মাসে রাজধানীর বিভিন্ন স্কুলে প্রথম শ্রেণী ভর্তি কার্যক্রম শুরু হবে। এরই মধ্যে বিভিন্ন স্কুল ভর্তি বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। কোনো কোনো স্কুলে ভর্তি ফরম বিতরণ শেষ হওয়ার খবরও পাওয়া গেছে।

রাজধানীর স্কুল শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের সংগঠন 'অভিভাবক ফোরামে'র চেয়ারম্যান জিয়াউল কবীর দুলু বলেন, রাজধানীর সব স্কুলে শিশুর শিক্ষাজীবন শুরুর ধারা এক রকম নয়। কোথাও প্লে-শ্রেণী থেকে শুরু করা হয়। আবার কোথাও জুনিয়র ওয়ান বা প্রথম শ্রেণী থেকে শুরু হয়। এই ভিন্নতার কারণে শিশুভর্তি নিয়ে সংকটে পড়তে হয়। তিনি বলেন, এই ভিন্নতা মূলত শিক্ষা ব্যবসাকে চাঙ্গা করার জন্য। অনেকে ভর্তি বাণিজ্য করার জন্য প্রথম শ্রেণীতে যে সংখ্যক আসন থাকে তার সব খালি ঘোষণা করে না। প্রকাশ্যে কিছু আসনে ভর্তি নেয়। বাকিগুলোতে মোটা অংকের টাকা নিয়ে ভর্তি করে। এ বাণিজ্য দূর করার ব্যবস্থা এবং একই শ্রেণী থেকে পড়ালেখা শুরুর ব্যবস্থা করা উচিত সরকারের। পাশাপাশি নানা নামে যারা আগেভাগে পড়ালেখা শুরু করাচ্ছে, তাদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করা উচিত।

'এলাকা কোটা' প্রবর্তনের সুপারিশকে স্বাগত জানিয়ে তিনি বলেন, আমরা চাই সরকার শিক্ষা জোন ঘোষণা করুক। শহরের একটি শিশু তার ওয়ার্ডের মধ্যে আর গ্রামে ইউনিয়নের মধ্যে প্রাথমিক স্তরের লেখাপড়া করবে। সেটাই তার শিক্ষা জোন। এভাবে মাধ্যমিক স্তরের জোন হবে উপজেলা বা থানাভিত্তিক, উচ্চমাধ্যমিকের জেলাভিত্তিক। উচ্চশিক্ষার জোন থাকবে উন্মুক্ত।

মাউশির 'এলাকা কোটা'কে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নীতিনির্ধারকরাও সমর্থন করছেন। রাজধানীর বকশীবাজার এলাকায় অবস্থিত অগ্রগামী শিশু নিকেতনের ভাইস চেয়ারম্যান রুখানা পারভীন জিতু বলেন, এক এলাকার শিশু আরেক এলাকায় পড়তে গেলে প্রধানত শিশুর কষ্ট হয়। এছাড়া যানজটের ওপরও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

অনেক অভিভাবক জানান, তারা এলাকায় ভালো স্কুল না থাকায় অন্যত্র শিশুকে পাঠাচ্ছেন। কিন্তু এলাকার স্কুলে ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সন্তানকে পড়ালে তখন মান উন্নত হবে। সরকারের এই সুপারিশকে সমর্থন করেছেন ধানমণ্ডি সরকারি বালক উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষক ইনছান আলী। তিনি বলেন, এলাকাভিত্তিক স্কুলে শিশু ভর্তি হলেই সুবিধা বেশি। এটা কার্যকর হলে ধানমণ্ডির স্কুলে উত্তরা, মিরপুর, বাড্ডা থেকে শিক্ষার্থীদের এসে পড়তে হবে না।

নতুন প্রস্তাব প্রসঙ্গে জানতে চাইলে মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন যুগান্তরকে বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের চিঠির জবাবে আমরা একটি খসড়া ভর্তি নীতিমালা করেছি। এতে রাজধানীকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে ১৬টি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে। প্রস্তাব অনুযায়ী প্রত্যেক অঞ্চলের শিশু তার এলাকার স্কুলে ভর্তির অগ্রাধিকার পাবে। তিনি বলেন, ২০১৬ সালের ভর্তি নিয়ে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে কাল বৈঠক রয়েছে। সেখানে এ নীতিমালা উপস্থাপন করা হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি জানান, সারা দেশে ভর্তি চলে সর্বোচ্চ ১০০ স্কুলকে কেন্দ্র করে। বাকিগুলোর মান ভালো না হওয়ার নানা কারণের একটি— তাতে স্থানীয় প্রভাবশালীদের নজর না দেয়া। যদি তারা নিজ এলাকায় সন্তানকে ভর্তি করান, তখন তারা নজর দেবেন। এভাবে সব স্কুলের মান উন্নত হবে। আমরাও সব স্কুলে সমান নজর দেয়ার পরিকল্পনা নিচ্ছি।

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে বর্তমানে 'ক্যাচমেন্ট এরিয়া' প্রথা চালু আছে। প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক মো. আলমগীর জানান, একটি স্কুলের আশপাশের ২ কিলোমিটার এলাকাকে ক্যাচমেন্ট এরিয়া বলে থাকি। গত ৮ অক্টোবর আমরা একটা নির্দেশনা জারি করেছি। সেটা অনুযায়ী ক্যাচমেন্ট এলাকার শিশু আগে ভর্তি হবে। এরপর স্কুলে আসন থাকলে তাতে ক্যাচমেন্ট এরিয়ার বাইরের শিশু ভর্তি হবে। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, রাজধানীতে আমাদের তিন শতাধিক স্কুল রয়েছে। এখানে ২ কিলোমিটারের মধ্যেই দেখা যাচ্ছে একাধিক স্কুল আছে। আসলে জনসংখ্যার ভিত্তিতে শহরে স্কুল গড়া হয়। সে কারণে এখানে ক্যাচমেন্ট এরিয়া ততটা কার্যকর নয়। তবে এক্ষেত্রে শিশু তার কাছের স্কুলে ভর্তিতে অগ্রাধিকার পাবে— এটাই নীতি।

উল্লেখ্য, গত ৮ সেপ্টেম্বর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবসের অনুষ্ঠান এবং ১১ অক্টোবর বিশ্ব শিশু দিবস ও আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সপ্তাহ দিবসের অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশুদের ভর্তি পরীক্ষা না নেয়া এবং নিজ এলাকায় শিশুর ভর্তির ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

প্রসঙ্গত, ঢাকা শহরে প্রায় ৪০ হাজার কিন্ডারগার্টেন ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুল রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে ৩ থেকে ৪ বছর বয়সের শিশুকে প্লে-শ্রেণীতে ভর্তি নেয়া হয়। সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩০৮টি। এসব প্রতিষ্ঠানে প্রাক-প্রাথমিক বা ছোট ওয়ান থেকে ভর্তির সুযোগ আছে। তবে ঢাকায় প্রাথমিক স্তরের ক্ষেত্রে হাইস্কুল সংলগ্ন প্রতিষ্ঠানগুলো অভিভাবকদের কাছে বেশি জনপ্রিয়। সে কারণে ৩১টি সরকারি হাইস্কুল এবং অর্ধশতাধিক নামকরা বেসরকারি হাইস্কুলে অভিভাবকরা ভর্তি মৌসুমে হুমড়ি খেয়ে পড়েন। মাউশির তথ্য অনুযায়ী, সরকারি হাইস্কুলের মধ্যে মাত্র ১৩টিতে প্রথম শ্রেণী রয়েছে। সরকারি এক হিসাবে দেখা গেছে, প্রতি বছর ঢাকায় গড়ে ২ লাখ শিশু প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হয়। কিন্তু মাত্র ৪০-৪৫ হাজার শিশু পছন্দের স্কুলে ভর্তি হতে পারছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'এলাকা কোটা' হাইস্কুল সংলগ্ন প্রাথমিক স্তরে কার্যকর হবে।